গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে লাবিব হোসেন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় উপজেলার মটমুড়া ইউপির বাওট মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লাবিব হোসেন ঐ গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, লাবিব সকালে বাড়ির পাশে একটি পুকুর পাড়ে খেলা খেলছিলো। এসময় তার মা কয়েকবার সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসে। সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে লাবিব আবারো পুকুর পাড়ে চলে যায়। কিছু সময় তাকে না পেয়ে পুকুরে সন্ধান শুরু করে। পরে তাকে উদ্ধার করে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

লাবিব হোসেন পুকুর পাড়ে খেলা করা অবস্থায় অসাবধানতা বসত পুকুরে পড়ে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয় বলে ধারণা স্থানীয়দের।
গাংনী থানার ওসি মো: বজলুর রহমান জানান, মৃত্যু’র সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে সাংবাদিক লাঞ্চিত করার ঘটনায় সংবাদ বর্জন

জীবননগরে দুর্নীতির স¦র্গরাজ্য গড়ে তুলেছেন উপজেলা প্রকৌশলী বোরহান উদ্দিন। গত ৯মাস আগে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার কাজে নিন্মমানের বালি, ইট ব্যবহার করা হচ্ছে প্রমাণ স্বরুপ বেসরকারি টেলিভিশন মাই টিভি, জাতীয় দৈনিক আমার সংবাদ, স্থানীয় দৈনিক সময়ের সমীকরণ, দৈনিক নবচিত্র, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বেশ কিছু জাতীয় এবং অনলাইন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এই প্রকাশিত সংবাদকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিবাজ উপজেলা প্রকৌশলী

[redacted]

[redacted]

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১ হাজার ৫০০ কেজি।
গাছি সংগ্রহকারীরা মৌচাকে চাপ দিয়ে সংগ্রহ করেন। এতে মধুর গুণাগুণ ৪০ শতাংশ নষ্ট হয়ে যায়। আর আমার খামারে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস দিয়ে সংগ্রহ করি। এতে আমাদের মধুর গুণাগুণ অক্ষু থাকে। সরকারিভাবে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে আমরা মৌ খামারিরা আরো বেশি লাভবান হতে পারবো বলে জানান মামুন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, উপজেলার মডেল মৌ-খামারি মামুন মধুর চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার সাফল্য দেখে আরও অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তিনি বলেন, আমরা সরকারিভাবে মৌ-বক্স বিতরণ করেছি এবং গেলো বছর তার মৌমাছি ও মধু আনায়নের জন্য কৃষি অফিস থেকে ভর্তুকিতে পিকআপ দিয়েছি। সরকারিভাবে মধু কেনার ব্যবস্থা হলে মৌ খামারিরা আরো লাভবান হবেন বলে তিনিও মনে করেন।

শৈলকুপায় জমি সংক্রান্ত বিরোধে কৃষক হত্যা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় কৃষক রিপন(২৮) হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে রিপনের মেজো ভাই নান্নুর স্ত্রী ফরিদা খাতুন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে ঝিনাইদহের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি এ জবানবন্দী প্রদান করেন। এ ঘটনায় রিপনের মেজো ভাই নান্নু পলাতক রয়েছে বলে পুলিশ জানায়। রিপন ১২ নং নিত্যানন্দনপুর ইউনিয়নের চর রুপদহ গ্রামের মৃত আব্দুল বারিক বিশ^◌াসের ছেলে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ শিহাব উদ্দিন জানান, পারিবারিক কলহ ও জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ড। রিপনকে তার মেজো ভাই নান্নু ও নান্নুর স্ত্রী ফরিদা খাতুন উভয়ে মিলে এ হত্যাকান্ড ঘটায় বলে আদালতে স্বীকার করেন আটক নান্নুর স্ত্রী। তারা হত্যার পর বাড়ির পাশের ডোবার কাদায় রিপনের মরদেহ পুতে রাখে বলে স্বীকার করে।

গত ৯ই ডিসেম্বর বুধবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশ^বর্তী মাঠে জমিতে কেটে রাখা ধান পাহারা দিতে যায় রিপন। এরপর সে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। ঘটনাটি জানাজানি হলে তার জমি থেকে রিপনের ব্যবহৃত মোবাইল ও গায়ের চাদর উদ্ধার করে স্বজনরা। এরপর বুধবার ভোরে নিখোঁজের ৭ দিন পর ডোবায় কাদা চাপা অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র প্রার্থী ফারুকের পথসভা

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক মোটর সাইকেল শো-ডাউন ও পথসভা করেছেন। তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার পৌর এলাকার গোবিন্দপুর, বন্ডবিল, স্টেশনপাড়া, পশুহাট সোনাপট্রি, আনন্দধাম, হাউসপুর এরশাদপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় মোটর সাইকেল শো-ডাউন করেন। পরে স্বাধীনতা স্তম্ভের নিকট পথসভা করেন।

পথ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মতিয়ার রহমান ফারুক বলেন, আলমডাঙ্গা পৌরসভায় যদি উন্নয়ন চান, তাহলে পৌর চেয়ারের পরিবর্তন আনতে হবে। যারা এই পৌরসভায় ঘুরে ফিরে চেয়ারে বসেছে, তারা বার বার বলে আর একবার সুযোগ দিন। সুযোগ পেয়ে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ছাড়া পৌরসভার কোন উন্নয়ন করেনি। আমরা আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে একটি পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই পৌরসভায় অডিটোরিয়াম দেখতে চাই, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে চাই, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন করতে চাই।

পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু মুসা, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ সালেহীন উৎপল। কোষাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলামের পরিচালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জিহাদ লাকচু, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল লতিফ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিজানুর রহমান রিপন, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাগর আহম্মেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নাসিম, সদস্য জহুরুল ইসলাম ঝন্টু, ছাত্রলীগ নেতা সৈকত আহম্মেদ,

মুস্তাফিজুর রহমান মিলন, সুজন আলী, অভি, যুবলীগ নেতা শুভ আহম্মেদ, মোঃ নাসির উদ্দিন, নাছের মন্ডল, লিপু বিশ্বাস, মোঃ সেলিম মোল্লা মোঃ উজ্জল প্রমুখ।

পত্রিকা বর্জন করতে মুহুরিদের নির্দেশ, বাজে মন্তব্য

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রারের দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় তিনি পত্রিকা বর্জন করতে বলেন মুহুরিদের । সাব-রেজিস্ট্রার মাহাফুজ রানা মুহুরিদের সেরেস্তা পরিদর্শনের সময় সব মুহুরিদের তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা ক্রয় করতে নিষেধ করেন। সেই সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন এর সম্পাদক, প্রকাশক ও সংবাদ কর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন।

সম্প্রতি মেহেরপুর জেলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানার বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতি তুলে ধরে পৃথকভাবে দুইটি সংবাদ প্রকাশ করে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বুলবুল নামের এক মুহুরি সেরেস্তা আসে। সেখানে “মেহেরপুর প্রতিদিন” পত্রিকা পড়ছিলেন মেহেরপুর প্রতিদিনের একজন নিয়মিত পাঠক। এসময় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন সাব-রেজি: মাহাফুজ রানা।

মহুরিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আপনারা মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা পড়বেন না। এমতবস্থায় সেখানে বসা ছিলো সাংবাদিক মিয়ারুল। সে প্রতিবাদ করে সাব রেজি: এর উদ্দেশ্যে বলেন, পত্রিকা বিষয়ে পাঠককে পরামর্শ দেওয়া আপনার ঠিক হচ্ছে না। একথা বলায় সাব রেজি: ঐ সাংবাদিকের সাথে বাক-বিতণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে সাংবাদিক মিয়ারুল সাব রেজিস্ট্রারকে বলেন, মেহেরপুর জেলার পত্রিকা নিয়ে কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? সেই সাথে সাংবাদিক সম্পর্কে বাজে কথা না বলার জন্য তাকে অনুরোধও করেন। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রার উল্টো সেই সাংবাদিককে অকথ্য ভাষায়

গালিগালাজ করে এবং মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সকলের বিরুদ্ধে বাজে মন্তব্য করেন।

এ ছাড়াও নিজেকে ছাত্রলীগের নেতা পরিচয় দিয়ে বলেন, আমি নিজে তথ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করছি, খুব তাড়াতাড়ি মেহেরপুর প্রতিদিন বন্ধ হয়ে যাবে। আমি নিজে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, আমার অনেক ক্ষমতা আছে। ওই সব ৩ টাকার পত্রিকার সাংবাদিককে আমি গুনি না। আমি ছাত্রলীগের নেতা ছিলাম, আমার বাবা আওয়ামী লীগের নেতা, কেও আমার কিছু করতে পারবে না। প্রশাসনের বড় বড় কর্মকর্তা আমার নিজের লোক, বেশি বাড়াবাড়ি করলে মামলা দিয়ে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো।

এ বিষয়ে সাব রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন বাজে সংবাদ প্রকাশ করে এমন মন্তব্য আমি করেছি। কিন্তু পত্রিকা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তাদের সম্পর্কে আমি কোন বাজে মন্তব্য করিনি। এটা কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আমার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে উপস্থাপন করেছে।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ মিজানুর রহমান (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।
এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে গাংনী উপজেলার কাজিপুরের বেত বাড়িয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মিজানুর রহমান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার দাইড়পাড়া গ্রামের জনিরুল ইসলামের ছেলে।

এছাড়াও পৃথক অভিযানে এ এস আই জসিমউদদীন মুজিবনগর থানার মোনাখালি এলাকা হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বাজাজ বক্সার মোটরসাইকেল উদ্ধারপূর্বক জব্দ করেন।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গাংনী এলাকা থেকে ইয়াবাসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা

হয়েছে। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

আরও দুই মামলায় জামিন, ফটো সাংবাদিক কাজলের মুক্তিতে ‘বাধা নেই’

সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের মামলার পর হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলাতেও হাই কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল।

এ দুই মামলার নথি দেখে ও তদন্তের অগ্রগতি জেনে বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাই কোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কাজলের জামিন মঞ্জুর করে।

এর আগে গত ২৪ নভেম্বর শেরেবাংলা নগর থানায় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের করা মামলায় হহাই কোর্টের একই বেঞ্চ কাজলকে জামিন দিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার বাকি দুই মামলায় জামিন মেলায় তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা থাকল না বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

জামিন আবেদনের পক্ষে আদালতে তিনিই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরোয়ার হোসেন বাপ্পী।

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া পরে সাংবাদিকদের বলেন, “সাংবাদিক শফিক ইসলাম কাজলকে জামিন দিয়েছে হাই কোর্ট। তার বিরুদ্ধে থাকা তিন মামলায়ই তিনি জামিন পেলেন। এখন তার কারামুক্তিতে বাধা নেই।”

যুব মহিলা লীগের নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার ওয়েস্টিন হোটেলকেন্দ্রিক কারবারে ‘জড়িতদের’ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত

হাজির হয়ে জানান, অসুস্থ থাকায় গত মঙ্গলবার তিনি হাজির হতে পারেননি। এরপর মামলার তদন্তের অগ্রগতি জানান।

পরে রুল যথাযথ ঘোষণা করে সাংবাদিক কাজলকে জামিন দেয় হাই কোর্ট।

গাংনীর ইট ভাটা পরিবেশের জন্য হুমকি

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে অবৈধ ইটভাটা। কয়লার বদলে পুড়ানো হচেছ কাঠ। আইন থাকলেও প্রয়োগ না থাকায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রাপ্ত তথ্যমতে গাংনী উপজেলায় মোট ৫৮ টি ইটভাটা রয়েছে বেশীরভাগ ইটভাটায় পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে বৈধতার কোন কাগজ পত্র নাই। এর মধ্যে ২৩ টি ইটভাটার সাময়িক সনদ পত্র থাকলেও বাকি ৩৫টি ইটভাটার কোন অনুমোদন নেই।এগুলোর মধ্যে গাংনী পৌরসভার মধ্যে ৩ টি ও অন্যান্য অঞ্চলে ১৮টি ইটভাটা রয়েছে।প্রভাবশালী রাজনীতিকরা প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার জোরে ইটভাটা তৈরী করছে। ভাটার চিমনি তৈরীতে সরকারী নির্দেশনা থাকলেও ইটভাটা মালিকরা ১২০ফুটের পরির্বতে কোন কোন জায়গায় ৮৫ ফুট,৬০ফুট ৪০ফুট চিমনি ব্যবহার করছে।গাংনীতে সরকারী নির্দেশ ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ ও ২০০১ সনের ১৭নং অনুচ্ছেদের ৪ ও ৫ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে,আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরী করা যাবেনা। ১২০ফুট উচুঁ চিমনি ব্যবহার করতে হবে।

সরকারী নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হকসহ গাংনী পৌর এলাকার মালসাদহ গ্রামের আবাদি সবজি জমিতে ইটভাটা নির্মান করে অবৈধ ভাবে কয়লার বদলে পোড়া”◌েছ কাঠ।এছাড়াও গাংনী উপজেলার কসবা ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে আবাদি জমিতে নতুন করে গড়ে তুলেছে ইটভাটা।ভাটার নির্গত কালো ধোঁয়ায় ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষের শ্বাসকষ্ট,হাপানি,ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।গাংনী থানা হয়ে ধানখোলা রোডে রাস্তার পার্শ্বে সরকারী রাস্তা দখল করে গড়ে তুলেছে ইটভাটা। ফলে যেকোন মুহুর্তে ঘটতে পরে দুর্ঘটনা।আর এ

বলেন,কোন ব্যাক্তি যদি আবাদি ফসলী জমিতে বা স্কুলের পার্শে ইটভাটা নির্মান করে তাহলে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।ইটভাটার ব্যাপারে জানতে চাইলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা বলা হবে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে লাবিব হোসেন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় উপজেলার মটমুড়া ইউপির বাওট মধ্যেপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। লাবিব হোসেন ঐ গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে,লাবিব সকালে বাড়ির পার্শে একটি পুকুরে পাড়ে খেলা খেলছিলো। এসময় তার মা কয়েকবার সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসে। সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে লাবিব আবারো পুকুর পাড়ে চলে যায়। কিছু সময় তাকে না পেয়ে পুকুরে সন্ধান শুরু করে। পরে তাকে উদ্ধার করে বামুন্দীর একটি বেসরকারী ক্লিনিকে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করে। লাবিব হোসেন পুকুর পাড়ে খেলা খেলা অবস্থায় অসাবধানতা বসত পুকুরে পড়ে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয় বলে ধারনা স্থানীয়দের।

গাংনী থানার ওসি মো: বজলুর রহমান জানান,মৃত্যু’র সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।